ভোরের কাগজ

JUL 1 [illegible] 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ......

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও চ্যান্সেলরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি

ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইনস্টিটিউট। এই ইনস্টিটিউটের অতীত গৌরব বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চরম অবহেলা ও এক শ্রেণীর অযোগ্য শিক্ষকের পরিচালনায় হারিয়ে যেতে বসেছে। গত দুই বছর যাবৎ ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আমরা বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করার পরও লাভ হয়নি। বরং হতে হয়েছে পদে পদে বিড়ম্বনার শিকার। এমনকি অনেক স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় ইনস্টিটিউটের অনিয়মের বিরুদ্ধে যথেষ্ট লেখালেখির পরও কর্তৃপক্ষের শুভবুদ্ধির উদয় হয়নি। ফলে বিভিন্ন অনিয়মই বর্তমানে ইনস্টিটিউটের নিয়মে পরিণত হয়েছে।

ইনস্টিটিউটের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হচ্ছে শিক্ষক স্বল্পতা। ইনস্টিটিউটের ১৯ জন শিক্ষকের মধ্যে ৮ জনই বিদেশে। এদের অনেকেই ৯/১০ বছর যাবৎ বিদেশে অবস্থান করছেন। বর্তমানে উপস্থিত ১১ জনের মধ্যে দুজন সদ্য বিদেশ ফেরত। তাদের মধ্যে একজনের পরিবার কানাডায় থাকেন এবং তিনি কানাডার স্থায়ী বাসিন্দা। শোনা যাচ্ছে তিনি অচিরেই কানাডায় স্থায়ীভাবে চলে যাচ্ছেন। অবশ্য তিনি ইনস্টিটিউট ছেড়ে চলে গেলে ইনস্টিটিউটের খুব একটা ক্ষতি হবে বলে ছাত্রছাত্রীরা মনে করে না। কারণ তিনি ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানে খুব সফল নন। বাকি দশ জনের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়ানোর যোগ্যতা রাখেন মাত্র তিনজন। দুজন ইনস্টিটিউটের সাবেক ছাত্র এবং একজন ইঞ্জিনিয়ার। বাকিদের ভরসা তাদের ছাত্রজীবনের গৎবাঁধা নোট এবং ইনস্টিটিউটে বিদেশী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নোট। তাদের পাঠদানে কোনো নতুনত্ব নেই। একজন সিনিয়র শিক্ষক ক্লাসে প্রচণ্ড বিষণ্নতায় ভোগেন। তিনি মাঝে মাঝে ভালো পড়ালেও প্রায়ই পড়াতে যেয়ে খেই হারিয়ে ফেলেন। একজন শিক্ষক আছেন যিনি মাত্র ৪/৫ লেকচারেই পুরো ১০০ নম্বরের কোর্স পড়ানোতে পারদর্শী। তার ছাত্র-জীবনের নোটগুলোর করুণ অবস্থা দেখলে আমাদের খুব দুঃখবোধ হয়। কারণ মিউজিয়ামে খোঁজ করলে হয়তো এর চেয়ে পুরোনো নোট পাওয়া যাবে না। আর একজন সিনিয়র শিক্ষক আছেন যিনি ঢাকার আঞ্চলিক ভাষায় ভুলে ভরা ইংরেজিতে পড়ান। এক সেন্টেন্স কাভার করতেই তার নাভিশ্বাস ওঠে।

একজন ইদানীং ক্লাসের চেয়ে পলিটিক্সে এবং ছাত্রদের বিভিন্ন কালচারাল প্রোগ্রামেই বেশি সময় দিচ্ছেন। আর ক্লাস আমরা এ সেমিস্টারে সবশেষে কবে করেছি তা হয়তো ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছাত্রের পক্ষেও বলা অসম্ভব। তিনিও প্রায় সময়ই প্রিপারেশন না নিয়ে ক্লাসে আসেন। তাছাড়া তিনি ক্লাসে অনেক রেফারেন্স দেন, কিন্তু নিজে তা কখনো ফলো করেন না। একজন মহিলা শিক্ষক কোনো প্রশ্ন করলেই তিনি বলবেন সাবেক ভাইদের নোট থেকে পড়ে নিও। সংক্ষেপে এই হলো ইনস্টিটিউটের শিক্ষকদের হালচাল। এবার প্রশাসনিক কিছু অনিয়ম তুলে ধরছি। ইনস্টিটিউটের সবচেয়ে সিনিয়র ব্যাচ বর্তমানে তাদের অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করেছে। একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রবর্তনের দাবি ছাত্রদের অনেকদিনের। বারবার পরীক্ষা পিছানোতে ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ রেকর্ড করেছেন। কারণ নির্দিষ্ট সময়ে তিন/চার জন শিক্ষক ছাড়া সিলেবাস শেষ করার ব্যাপারে কারোই মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। আগামী মাসে অনুষ্ঠেয় পরীক্ষার একটি কোর্স বর্তমানে একজন শিক্ষক মাত্র শুরু করেছেন। অনেক সময় পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে সিলেবাস শেষ করার ব্যাপারে কয়েকজন শিক্ষকের হুড়োহুড়ির জন্য মাঝে মাঝে ছাত্ররা পরীক্ষা পেছানোর চাপ দেয়। এতেও কর্তৃপক্ষ নিজেদের দোষ চাপাতে পরীক্ষা পিছিয়ে দেন। কোনো স্পেশাল প্রোগ্রাম না দিলে আগামী ২০ বছরেও সেশন জ্যাম ছাড়াতে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হবেন।

কর্তৃপক্ষের দুচোখা নীতির জন্যও ছাত্ররা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত। এখানে বিদেশী ছাত্রদের জন্য এক নিয়ম আবার দেশী ছাত্রদের জন্য অন্য নিয়ম। গত বছর একজন দেশী ছাত্র পরীক্ষা চলাকালীন বাথরুমে নোট রাখার দায়ে এক বছরের জন্য বহিষ্কৃত হয়েছিল। অথচ একজন নেপালি ছাত্রকে ১৬ পৃষ্ঠা নকল নিয়ে পরীক্ষার হলে হাতেনাতে ধরার পরও তার ব্যাপারে শিক্ষকগণ কোনোরূপ ব্যবস্থা নেননি। এমনকি সে সেই সেমিস্টারে যথারীতি প্রমোশনও পেয়েছে। দুটো কেসই ইনস্টিটিউটের একজন শিক্ষক যিনি ছাত্রদের কাছে তার কঠোরতার জন্য আয়রনম্যান উপাধি পেয়েছেন, তার হাতে ঘটেছে। অথচ দেশী ছাত্রের ব্যাপারে তিনি শাস্তি দিলেন, আর বিদেশী ছাত্রকে পুরস্কৃত করলেন। এ ব্যাপারে ছাত্রদের মধ্যে বর্তমানে প্রচণ্ড ক্ষোভ বিরাজ করছে। আমরা ইনস্টিটিউটের পরিচালকের কাছে এ ব্যাপারে প্রতিকার চেয়ে প্রচণ্ড ধমক খেয়েছি।

ইনস্টিটিউটের ছাত্ররা হোস্টেলেও অযোগ্য প্রশাসনের হাতে বন্দী। এখানেও নানা সমস্যা বিদ্যমান। নেপালি ছাত্রদের জন্য এক নিয়ম আর দেশী ছাত্রদের জন্য অন্য নিয়ম। নেপালি ছাত্রদের রুমে প্রায়ই বিভিন্ন আসর বসে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য হল থেকে সন্ত্রাসীরা এসে রীতিমতো আড্ডা জমায়। আমরা হোস্টেল ওয়ার্ডেনকে বিভিন্ন সময়ে অনুরোধ জানানোর পরও তিনি ব্যাপারটিকে আমলে আনছেন না। ইনস্টিটিউটের হোস্টেল বহিরাগতদের অভয়ারণ্য হওয়াতে কিছুদিন আগে এখানে একজন ছাত্র খুন হয়েছে। এখনো মাঝে মাঝে বহিরাগতরা এসে রাতে হোস্টেলে অবস্থান করে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কৃত একজন সন্ত্রাসী যে হিমু বাঙালি নামে পরিচিত, সে ফরেস্ট্রি হোস্টেলের ৫ম সেমিস্টারের এক নেপালি ছাত্র যাকে আদর করে নকলের দায়ে পুরস্কৃত করা হয়েছিল, তারই রুমে বর্তমানে স্থায়ীভাবে আস্তানা গেড়েছে। হোস্টেল ওয়ার্ডেন মৌলবাদী সমর্থক, তাছাড়া ইনস্টিটিউটে সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ হবার পরও প্রায়ই মৌলবাদী সংগঠনের নেতারা এখানে প্রোগ্রাম করেন।

ইনস্টিটিউটে শিক্ষকদের দলাদলিও পড়ালেখার পরিবেশকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করছে। ইংল্যান্ডে অবস্থিত একজন শিক্ষক কিছুদিন আগে তার প্রতি অবিচারের সর্বশেষ প্রতিকার হিসেবে ছাত্রদের সহযোগিতা কামনা করে চিঠি লিখেছেন। তার প্রাপ্য স্কলারশিপের টাকা ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দেওয়াতে তিনি সঠিক সময়ে কোর্স সমাপ্ত করতে পারছেন না বলে ছাত্রদের জানিয়েছেন। ইনস্টিটিউটের শিক্ষকগণ প্রজেক্টের টাকায় বিভিন্ন সময়ে প্রমোদ ভ্রমণে বিদেশে যাচ্ছেন যা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাই জানেন। অথচ বই ও যন্ত্রপাতির সমস্যার দিকে কারো নজর নেই। ফলে ইনস্টিটিউটের স্বাভাবিক কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটছে। যারা বর্তমানে বিদেশে আছেন, তাদের আনার ব্যাপারেও ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষের কোনো তৎপরতা নেই। এমনকি কয়েকদিন পূর্বে ইনস্টিটিউটের এক অনুষ্ঠানে ভিসি সাহেব এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে বললে পরিচালক সাহেব বিভিন্ন সুযোগসুবিধার অজুহাতে তাদের বিদেশ অবস্থানের বিষয়টিকে জায়েজ বলে ফতোয়া দিয়েছেন যা আমাদের সকলকে বিস্মিত হয়েছে।

এতোসব অনিয়মের ব্যাপারে আমরা বারবার কর্তৃপক্ষের কাছে ধরনা দিয়েও কোনো প্রতিকার পাইনি। ছাত্রদের বারবার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ গত সপ্তাহে আমাদের সঙ্গে বসলেও প্রতিকারের ব্যাপারে কোনো সমাধান দিতে প্রচণ্ডভাবে ব্যর্থ হন। ছাত্রদের মাঝে বর্তমানে প্রচণ্ড ক্ষোভ বিরাজ করছে। আমরা এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে
মোহাম্মদ সোলায়মান
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।